Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সীতারাম

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার নূতন শিক্ষা-ধারা অনুসারে সমগ্র বিদ্যালয়ের
সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে অনুমোদিত।
(কলিকাতা গেজেট, ৩রা মে, ১৯৫১)

'বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র নবম গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের

সীতারাম

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
দোল পূর্ণিমা
১৩৬২
৩

ছেপেছেন—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
এক টাকা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

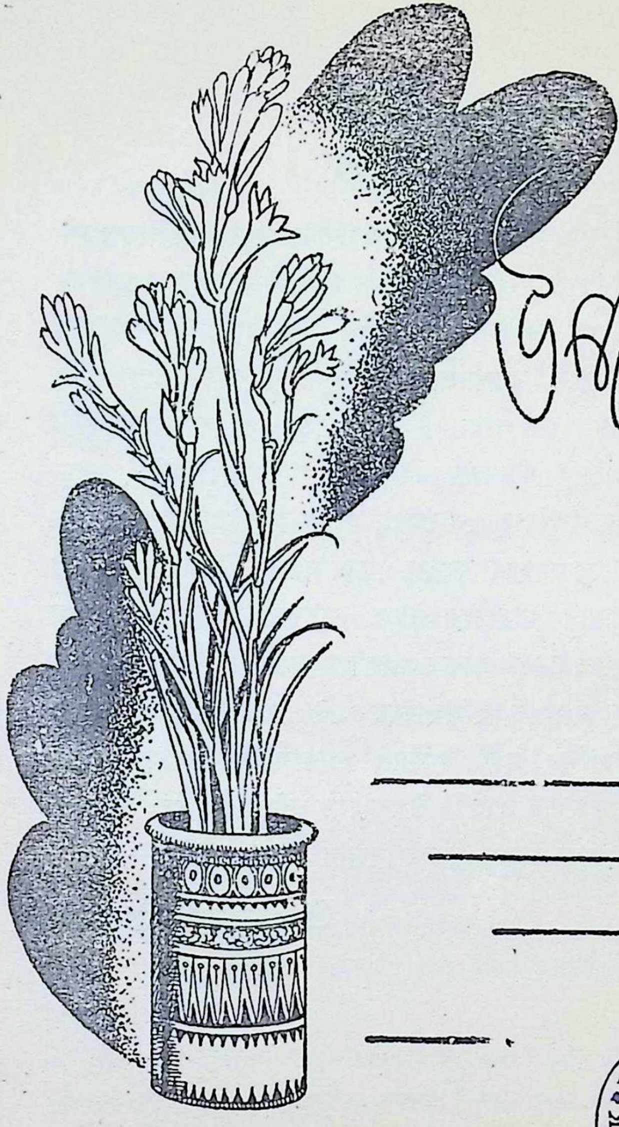

উপহার

SRI KRISHNA BOOK HOUSE
Lucknow

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সম্পাদকের ভূমিকা

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, এই-সব উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার মূল্য আজ আর ততখানি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই উপন্যাস লেখেন, তখন বাংলার ইতিহাসের মালমশলা তাঁর কাছে বিশেষভাবেই কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলার ইতিহাসের দিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এইজাতীয় উপন্যাসের সৃষ্টি করে-ছিলেন। বাংলার শিক্ষিত লোকেরা যাতে নিজের দেশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে গবেষণা করেন, তার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র বারবার ক'রে বিভিন্ন রচনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। বাংলার অতীত ইতিহাসের গৌরব সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন ক'রে তোলবার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে এই কাহিনী রচনা করেন। বাঙালীর মধ্যে স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করবার জন্যেই এই জাতীয় উপন্যাসের সৃষ্টি হয় এবং বাংলার জাতীয়-আন্দোলনে তা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ইতি—

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈরী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

আজ থেকে একশো আঠারো বছর আগে নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। পিছনের দিক্‌টা ভাঙিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এনট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়ই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম, 'সংবাদ-প্রভাকর'।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম, টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব-সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটী ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন···বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী-চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে বৃটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সীতারাম

প্রথম খণ্ড

দিবা—গৃহিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম 'ভূষণো"। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীর-বাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং 'ভূষণা' স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় একশত আশী বৎসর পূর্ব্বে, একদিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর একজন মুসলমান-ফকীর শুইয়া ছিলেন। ফকীর আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন, এমন সময়ে সেখানে একজন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক বড় দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু ফকীর পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম, গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

মাতা মরে, অন্তিমকাল উপস্থিত, তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সেকালে মুসলমান-ফকীরের বড় মান্য ছিল। হিন্দুরা ফকীরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত। গঙ্গারাম সহসা ফকীরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিল না। বলিল, "সেলাম শাহ-সাহেব! আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ-সাহেব নড়িলেন না, কোন উত্তরও করিলেন না। গঙ্গারাম যোড়হাত করিল; বলিল, "আল্লা আপনার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ্। আমায় একটু পথ দিন।"

শাহ-সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম যোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকীর কিছুতেই নড়িলেন না, কথাও কহিলেন না। অগত্যা গঙ্গারাম তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকীরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকীরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকীরও গাত্রোত্থান করিলেন—তিনি কাজীর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই-চারিবার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে-করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম মা'র সৎকারের জন্য পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেল। পাঁচজন স্বজাতি জুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মা'র সৎকার করিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সৎকার করিয়া অপরাহ্নে শ্রীনাম্নী ভগিনী এবং প্রতিবাসিগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে দুই জন পাইক —ঢাল-সড়কি বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বিষণ্ণ হইল। সভয়ে দেখিল, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ্-সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর? আমি কি করিয়াছি?"

শাহ্-সাহেব বলিলেন, "কাফের! চল্।"

পাইকেরা বলিল, "চল্।"

একজন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর-একজন তাহাকে দুই-চারিটা লাথি মারিল। একজন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর-একজন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথায় পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে-মারিতে কাজীর কাছে লইয়া গেল। ফকীর মহাশয় দাড়ি নাড়িতে-নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্ব্বোধ্য ফার্সী ও আর্বী শব্দসকল-সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে-করিতে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজী সাহেবের কাছে আনীত হইলে তাহার বিচার আরম্ভ হইল; ফরিয়াদী শাহ্-সাহেব—সাক্ষীও শাহ্-সাহেব এবং বিচারকর্ত্তাও শাহ্-সাহেব। কাজী মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফকীরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরান ও নিজের চশমা এবং শাহ্-সাহেবের দীর্ঘ-বিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক্

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সমালোচনা করিয়া পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল।"

যে-যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার, তা ত' হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন ?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ-সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। 'তোবা-তোবা' বলিতে-বলিতে শাহ-সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে দুই-চারিটি দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গা-রামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি-পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজী সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দিল এবং তাহাকে গালি দিতে-দিতে এবং ঘুসী, কীল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হইয়াছিল, সেদিন আর কিছু হয় না—পরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ-সংবাদ পৌঁছিল। ভগিনী শুনিল, ভাইয়ের কাল জীয়ন্তে কবর হইবে। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে গঙ্গারামের অনুজা।

সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অশেষ রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল—শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের বাহিরে থাকিয়া মনে-মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও।"

এই বলিয়া সেখান হইতে শ্রী অপসৃতা হইয়া বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি-চুপি কি বলিল। পরে দুইজনে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি-ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল। অবশেষে দুইজনে একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তারপর শ্রী একা ভৃত্যসমভিব্যাহারে বাড়ীর মুনিবের কাছে উপস্থিত হইল।

ভৃত্য শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কে ?"

শ্রী বলিল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না ? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণা বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্য-সুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী ?"

শ্রী বলিল, "আমি বড়দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্যা নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন, "এতদিনের পর কেন আসিয়াছ ? আসিয়াছ ত' অত কাঁদিতেছ কেন ?"

শ্রী তবু কাঁদে—কথা কহে না। সীতারাম বলিলেন, "নিকটে এসো।"

শ্রী বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না—আমার অশৌচ—আজ আমার মা মরিয়াছেন। সেজন্য তোমায় দুঃখ দিব না। কিন্তু আজ আমার ভারী বিপদ্।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সীতা। আর কি বিপদ্ ?

শ্রী। আমার ভাই যায়। কাজী সাহেব তাহার জীয়ন্তে কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন কারাগারে আছে।

সীতা। সে কি ? কি করেছে ?

তখন শ্রী যাহা-যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা-যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে-কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায় ?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি ! তাই এত বৎসরের পরে এসেছি।

সীতা। আমি কি করিব ?

শ্রী। তুমি কি করিবে ? তবে কে করিবে ? আমি জানি, তুমি সব পারো।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজী। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য ?

শ্রী বলিল, "তবে কি, কোন উপায় নেই ?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে, তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি, কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। তুমি দীনদুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে ?

সীতারাম অনেকক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে ? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম—গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোম্‌টা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকগোছ মানুষ। তসর-নামাবলী পরা, মাথাটি যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে—কেবল এক 'রেফ।'

কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা—খুব লম্বা ফোঁটা! আর-আর বামুনগিরির সমান সব আছে। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতারাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড়ও তখন সেইখানে বাস করিতেন। সম্প্রতি ভূষণায় বাস করিতেছিলেন।

আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই-একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ-সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।

কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি-কি কথা হইল, তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। কথাবার্ত্তার ফল এই হইল যে, সীতারাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতী-পারে পাঠাইয়া দিলেন।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

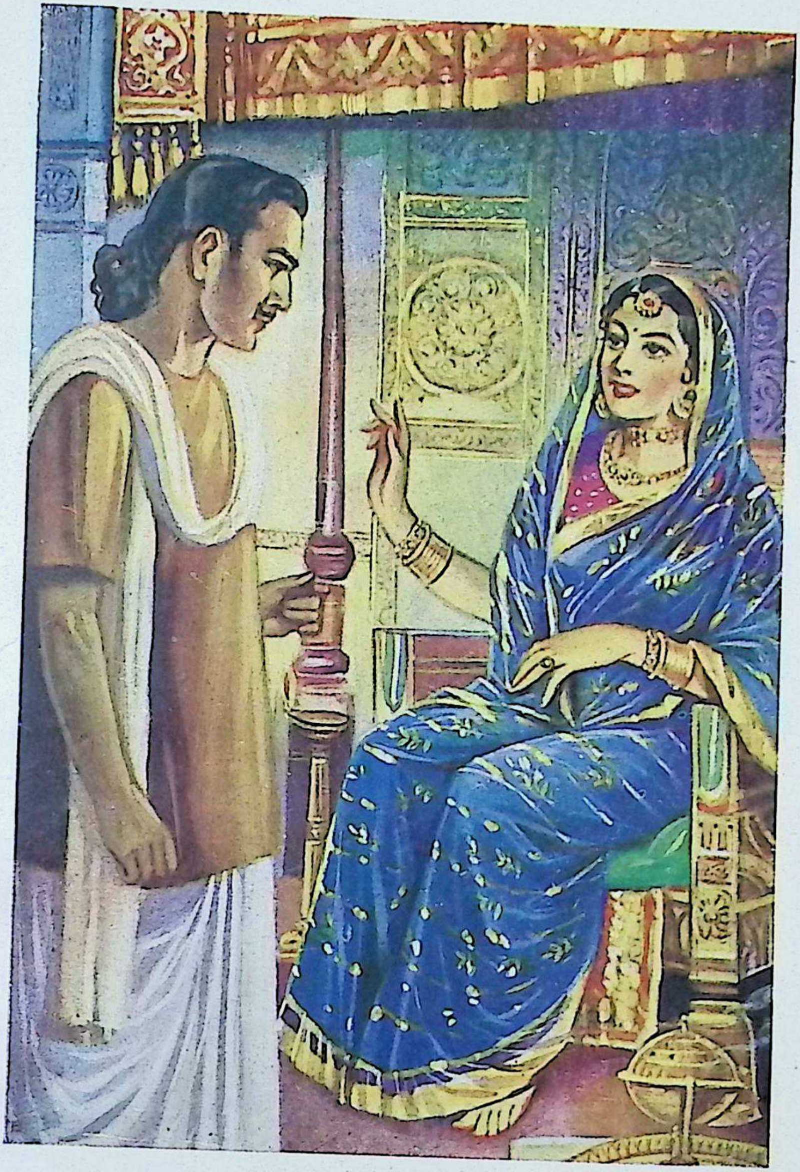

...“যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও।”

৩৯ পৃষ্ঠা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

Satyanand
Swi Kalena Jro
Kashmiri

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক খুব বড় ফরদা জায়গায় সহরের বাহিরে গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। বন্দী সেখানে আসিবার আগেই সকল স্থান লোকে ভরিয়া গেল। অবশেষে স্থানাভাবে লোকে বৃক্ষে আরোহণ করিল। চারিদিকে ভীষণ গোলমাল চলিতেছে। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তাহা জনশূন্য। দুই-চারি জন সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড়-বড় যোয়ান ও হাতে বড়-বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া, কেবল একজন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়াছে, বেশভূষা বড় আলু-থালু—যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কিন্তু এখন আর কাঁদিতেছে না।

এই স্ত্রীলোক শ্রী, বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার।

শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে। যোদ্ধবেশ, অথচ নিরস্ত্র। শ্রী চিনিল, অশ্ব-পৃষ্ঠে সীতারাম।

এদিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল।

সীতারাম কাজী সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

অবতরণপূর্ব্বক প্রণত-মস্তকে শাহ-সাহেবকে বিনয়পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজী সাহেবকে তদ্রূপ করিলেন। কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রায় সাহেব, আপনার মেজাজ সরীফ্ ?"

সীতারাম। অলহম্ দল্ ইল্লা। মেজাজে মবারকের সংবাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

কাজী। খোদা নফরকে যেমন রাখিয়াছেন ; এখন উত্তর, দৌলতখানার কুশল সংবাদ ত' ?

সীতা। হুজুরের এক্‌বালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি ?

কাজী। এখন এখানে কি মনে করিয়া ?

সীতা। এই গঙ্গারাম—অভদ্র, যাই হোক্, আমার স্বজাতি।—তাই দুঃখে পড়িয়া হুজুরে হাজির হইয়াছি, জান্ বখশিস্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজী। সে কি ?—তাও কি হয় ?

সীতা। মেহেরবান্ ও কদরদান্ সব পারেন।

কাজী। খোদা মালেক, আমা হইতে এ-বিষয়ের কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরিমানা দিব। জান্ বখশিস্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজী সাহেব ফকীরের মুখপানে চাহিলেন। ফকীর ঘাড় নাড়িলেন। কাজী বলিলেন, "সে-সব কিছু হইবে না, কবরমে কাফেরকো ডারো।"

সীতা। দুই হাজার আসরফি দিব। আমি যোড়হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির !

কাজী ফকীরের মুখপানে চাহিলেন, ফকীর নিষেধ করিলেন,

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সে-কথাও উড়িয়া গেল। শেষ সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিলেন—তাও না। পাঁচ হাজার—তাও না। আট হাজার—দশ হাজার, তাও না। সীতারামের আর নাই। শেষ সীতারাম জানু পাতিয়া করযোড় করিয়া, অতি কাতরস্বরে বলিলেন—"আমার আর নাই। তবে আর অন্য যা-কিছু আছে, তাও দিতেছি। আমার তালুক-মুলুক, জমিজেওরাত, বিষয়-আশয় সর্ব্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেছ?"

সীতা। ও আমার যে হউক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্ব্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম।

কাজী। এ ব্যক্তি মুসলমান-ফকীরের অপমান করিয়াছে। উহার প্রাণ লইব—তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম জানু পাতিয়া, কাজী সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"কাফেরের প্রাণ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইলে এ প্রায়শ্চিত্ত হয় না? আমি এই কবরে নামিতেছি—আমাকে মাটি চাপা দিন। আমি হরিনাম করিতে-করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব—আমার প্রাণ লইয়া এই দুঃখীর প্রাণদান করুন। দোহাই আপনার কাজী সাহেব! আপনার যে আল্লা, আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর। ধর্ম্মাচরণ করুন। আমি প্রাণ দিতেছি—বিনিময়ে এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণদান করুন।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

কাজী সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ-সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি-চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাহিতেছে। নিলে সরকারী-তহবিলের কিছু সুসার হইবে। দশ হাজার আসরফি লইয়া এই হতভাগাকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

শাহ-সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। আপনি কি বলেন?"

কাজী। আমি তাহা পারিব না, সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই। বিশেষ, এ-ব্যক্তি মান্যগণ্য ও সচ্চরিত্র, তা হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই, মনে জানিত যে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ-সাহেবের সঙ্গে কাজী সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া, সে যোড়হাত করিয়া কাজী সাহেবকে বলিল, "এ গরিবের প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুনিতে হয়। সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমার প্রাণদান দিবেন, আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা স্বয়ং চন্দ্রচূড়ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। একজন জমাদার শুনিয়া বলিল, "পাক্‌ড়ো ওস্কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাকড়ানো বড় শক্ত কথা। সে-কাজ হইল না।

এদিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকীর মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীয়ন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

কাজী সাহেবকে বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজী সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামারের সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারী বেড়ী, হাতকড়ি, সব তাহার জিম্মা, সেই উপলক্ষে সে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর কিছু গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্ম্মকার মহাশয় চন্দ্রচূড়ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিলেন।

তখন ফকীর বলিলেন, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন।"

শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ী পায়ে থাকিবে কি? সরকারী-বেড়ী লোকসান হইবে কেন? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া যায় না। আর, বদ্‌মায়েসেরও এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি আর বেড়ী যোগাইতে পারিতেছি না।" শুনিয়া কাজী সাহেব বেড়ী খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ী খোলা হইল।

শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক-ওদিক দেখিল। তারপর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন। ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল। চারিদিকে ধর-পাকড়ের সোরগোল পড়িয়া গেল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

লোকারণ্য হইতে কোনমতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিল ; দেখিবে কি হইতেছে। দেখিল, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান—আর-এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি সিপাহী ; হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢালসড়কীওয়ালা। হিন্দুরা বাছা-বাছা যোয়ান আর সংখ্যায় বেশী। মুসলমানেরা তাহাদের কাছে হটিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা 'মার্ মার্' শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিল, যাহারা এই 'মার্ মার্' শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে-মধ্যে বলিতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন!" গঙ্গারাম দেখিল, মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লব-রাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্ত্তি দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বামহস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে-ঘুরাইতে ডাকিতেছেন—"মার্! মার্! শত্রু মার্!"

গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছিল যে, যথার্থই চণ্ডী অবতীর্ণা—তারপর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিল, শ্রী।

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না ; চীৎকার করিতে-করিতে পলাইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিল, একজন ভারী লম্বা যোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাহাকে ঘেরিয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিল, পশ্চাৎ আর-একজন সড়কী-

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ওয়ালা শাহ-সাহেবের কাটামুণ্ড সড়কীতে বিঁধিয়া, উঁচু করিয়া সঙ্গে-সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এইসময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় হইল। গঙ্গারাম তখন বৃক্ষ হইতে নামিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া সসৈন্যে ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। এই শুনিয়া অল্পকাল মধ্যে সেই লোকারণ্য অন্তর্হিত হইল। প্রান্তর যেমন জনশূন্য ছিল, তেমনই জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম আর মূর্চ্ছিতা ভূতলস্থা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, "তুমি যে আমার ঘোড়া লইয়া পলাইয়াছিলে, তাহার উপর আর-একবার চড়িয়া পলায়ন কর। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না।"

গঙ্গা। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি যাইব না।

সীতা। তুমি বড় নদী পার হইয়া শ্যামপুরে যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ; নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন।

গঙ্গারাম সীতারামের আদেশে অশ্বের সন্ধানে গেল। চন্দ্রচূড়-ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। শ্রী: এদিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল, তারপর এদিকে-ওদিকে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে ?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায় ?

সীতা। কেন, তোমার মা'র বাড়ী ?

শ্রী। সেখানে কে আছে ?—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে ?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর ?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এইখানে থাকিবে ? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসী দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেইখানে যাইবে। সেখানে তাহার ঘরদ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেইখানে যাও। সেখানে বা যেখানে তোমার অভিলাষ, সেইখানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব ?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে যে, দুরন্ত সিপাহীদিগের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে ?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন, বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এতদিন পরে, এ-কথা কেন ?"

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে ? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনা অপরাধে বিবাহের কয়দিন পর হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। সে-পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে-কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথাগুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না ?

শ্রী। এমন কি কথা ? তবে না শুনিয়া আগে স্বীকার করি কি প্রকারে ?

সীতা। দেখ, সিপাহীদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। এইবেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয়, তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে, উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পৌঁছিলেন। পলায়নের অনেক বিঘ্ন। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন; শ্রী বসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

"তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন, মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতাঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন।

"দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেইদিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে, অর্থাৎ কর্কটরাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিশাংশগত হইয়াছিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হয়, অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা হইয়াছ।

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন; বলিলেন, "আমার কথা বাকী আছে। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ-কথা জানাইতাম, কিন্তু—"

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল; বলিল, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ, ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না, বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ-কথা লুকানো আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া শ্রী ফিরিয়া না চাহিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রী পরিত্যাজ্যা হইলে, সীতারামের পিতা, পুত্রের ক্রমশঃ দুই বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রথমে বিবাহ করেন নন্দাকে, তারপর রমাকে। এবং শ্রীর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার তাহাকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া যেদিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেইদিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন; কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূল-বর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। —বোধ হইল যেন, সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেইদিকে যান—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্যদিকে প্রতিধ্বনি হয়—আবার সীতারাম সেইদিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথাও নাই! রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই, যাকে ডাকি তাকে ত' পাই না! যা খুঁজি, তা ত' পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত' আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয়তো পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না। যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহ-জীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা-প্রভাতকালে শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে-তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ হৃদয়ে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

জাগরূক হইতে লাগিল। যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই গঙ্গারামকে তিনি শ্যামপুরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরে গিয়াছে। তখন তিনি দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায়?"

গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি!"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তুমি এইক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এই স্থানেই আছি, তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সেজন্য টাকা-কড়ি যাহা আবশ্যক হয়, আমি দিতেছি।

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্ব্বক এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান করিল। কোন সন্ধান পাইল না। নিস্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

নবম পরিচ্ছেদ

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূষণায় যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা যে, সীতারামের কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। ফকীরের প্রাণবধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে,সীতারাম ভীত হইয়া কিছুকালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। যাহারা সেদিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া এবং কোনদিন-না-কোনদিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর-দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাতক যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

প্রজাগণ হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সীতারামকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা নগর নির্ম্মাণ ও রাজ্যরক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা এবং প্রজাবর্গের হিন্দু-রাজ্যস্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না। কেননা, দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। যখন তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহণ করেন নাই, বরং দিল্লীশ্বরকেই সম্রাট্ স্বীকার করিয়া জমিদারী-খাজনা পূর্ব্বমত রাজকোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব-প্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন, আর নূতন নগরীর নাম "মহম্মদপুর" রাখিয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার কোন কারণই রহিল না।

তথাপি তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। তোরাব খাঁ সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সীতারামও আত্মরক্ষার্থ মহম্মদপুরের চারিপার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজা-দিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন এবং সুন্দরবনপথে গোপনে অস্ত্রসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিনজন উপযুক্ত সহায় পাইয়া-ছিলেন। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃন্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। এই সময়ে চাঁদ শাহ নামে একজন মুসলমান-ফকীরের সঙ্গে সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাহারই পরামর্শমতে নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন, "মহম্মদপুর"।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দশম পরিচ্ছেদ

সীতারামের যেমন তিনজন সহায় ছিল, তেমনি তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে একজন পরম শত্রু ছিল। শত্রু তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী, রমা। রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যূঁইফুলের মত বড় কোমল-প্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্জেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও শৌর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ, মুসলমান রাজা, তাহার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন দেখিল যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানদের বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল, তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন কানে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সে ক্রমাগত মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ করিতে নিষেধ করিতে লাগিল। সে বলিল, "মহম্মদপুর ছারখারে যাক্,—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি।"

রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

"এই ত' বৈতরণী। পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়?
আমার সকল জ্বালা জুড়াইবে কি?" ২৬ পৃষ্ঠা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এই ত' বৈতরণী। পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়? আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?" খর-প্রবাহিণী বৈতরণী-সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল।

"এ সে বৈতরণী নহে। 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী'— আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও,—তবে সে বৈতরণী নদী দেখিবে।"

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী।

শ্রী বলিল, "ওমা! সেই সন্ন্যাসিনী। তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ-পারে, না, ও-পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমদ্বারে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ-পারেই কি যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে?

সন্ন্যাসিনী। না মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই।

সন্ন্যাসিনী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। বয়সে শ্রীর চেয়ে কিছু কম। সন্ন্যাসিনী শ্রীকে তাহার মত হইবার জন্য প্রস্তাব করিল। শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী-সন্ন্যাসিনী, শ্রীকে আর-এক রূপসী-সন্ন্যাসিনী সাজাইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে উঠিয়া খরস্রোতা জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী, বিভূতিরুদ্রাক্ষাদি শোভিতা হইয়া পুনরপি শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। চলিতে-চলিতে সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কখনও ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি?"

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান্?

সন্ন্যা। না, হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

সন্ন্যা। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি যে, তিনি এ-বিদ্যায় অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি?

সন্ন্যা। ললিতগিরিতে হস্তিগুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। তাঁহার কাছে তোমাকে লইয়া যাই, চল।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায়?

সন্ন্যাসিনী। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যার পর সেখানে পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

তখন দুইজনে দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। কোন জ্যোতির্ব্বিদ তাহাদের দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে, নিম্নে সহস্র-সহস্র তাল-বৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎ ক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথিবী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়। সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, দেখিল, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া তাহারা সে-রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিল।

প্রত্যূষে ধ্যানভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্ত্রী কে?"

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে; উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

স্বামী—শ্রীর মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বামহস্তের রেখা-সকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী!"

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। তোমার অদৃষ্টে রাজ্য-ভোগ নাই।

শ্রী স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিলেন?"

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন বলিতে পারিতেছি না। আগামী বৎসরে তুমি আমার নিকটে আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই যুগল সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধীরে যা গো বহিন্! একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি?"

স্নেহ সম্বোধনে শ্রীর প্রাণ জুড়াইল। দুইদিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই দুইদিন —মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল, কেননা, সন্ন্যাসিনী শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া, বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে, সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিল, "আর, মা-বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমাদের দু'জনেরই প্রায় সমান বয়স, আমরা দুইজনে ভগিনী। তোমার নাম এখনও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?"

শ্রী। আমার নাম, শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

সন্ন্যা। আমার নাম, জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও; এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে এখনও কি ভাবিয়াছ?

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্ধ্যা—জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমাগত শ্রীর সন্ধান করিতেছিলেন ; তীর্থে-তীর্থে, নগরে-নগরে, তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সীতারাম এইরূপ বহু সন্ধান করিয়াও শ্রীর কোন অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ-পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই, কেননা, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।

এদিকে মুরশিদ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিত, কেবল সীতারামের জমিদারীতে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

তোরাব খাঁ বড় গোপনে-গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন। সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারেন, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা; কিন্তু সীতারাম সমুদয়ই জানিতেন, চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা-বাছা সিপাহী সংগ্রহ হইতেছে, ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন।

ইহার সকল উদ্যোগ করিয়া সীতারাম কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে সীতারাম রাজ্যরক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃন্ময়কে, নগর রক্ষার ভার গঙ্গারামকে এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না, সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কান্নাকাটি একটু থামিলে রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল যে, এ-সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ-সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয়ত' তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয়ত' তরবারি দিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয়ত' বন্দুক দিয়া গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিবে, নয়ত' ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা, যা করে করুক, রমার তাহাতে ক্ষতি নাই, সীতারাম ত' নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন। তা একরকম ভালই হইয়াছে। সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

ভাবিতে-ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল। তার ছেলে! মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গোরু খায়, শত্রু—তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন? রমা এ-কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? রমা ভাবিতে-চিন্তিতে পারিল না। যেন রমা সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে তোরাব খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময় মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে-সংবাদও মহম্মদপুরে পৌঁছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম দাস, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিল। বলিল, "এখন ঠাকুর, কি করিতে বলেন? সহর ত' ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে ততই ভাল। তাহ'লে দুই মাস, ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের একজনকেও যাইতে দিবে না। যে যাইবে, তাহাকে গুলী করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র-শস্ত্র একখানিও সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর, খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃন্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড়ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না। কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এপারে কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ-নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়, সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এপারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন কোন্ পথে তোরাব খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে, তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, তোরাব খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুটিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সংবাদটি কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে 'আসিতেছে' অর্থে বুঝিল, 'আসিবার উদ্যোগ করিতেছে'; ভিতর-মহলে 'আসিতেছে' অর্থে বুঝিল, 'প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে'। তখন অন্তঃপুরমধ্যে কাঁদা-কাটার ভারি ধুম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ, রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত থাকিতে হইল। নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম—নগররক্ষক। এ-সময়ে রাত্রিতে নগর পরিভ্রমণে সে বিশেষ মনোযোগী। যে-দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রিতে সে নগরের অবস্থা জানিবার জন্য পদব্রজে সামান্য বেশে গোপনে একা নগর-পরিভ্রমণ করিতেছিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর ক্লান্ত হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায় গঙ্গারাম যখন গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একজন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা। আপনি আমার সঙ্গে একবার আসুন। ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক যেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে যাইতে পারিবেন না ?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। কিছুদূর গিয়া গঙ্গারাম সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা দেখিয়া বলিল, "এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ ? অন্তঃপুরে যাইতে হইবে নাকি ?"

মুরলা। সাহস হয় না ?

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না। এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই ?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত' দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে ?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। প্রহরী গঙ্গারামকে দেখিয়া বলিল, "এ কোন্ ?"

মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

প্রহরী আর কিছু বলিল না।

মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতলায় উঠিল। সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিল। মহামূল্য দ্রব্যাদি সজ্জিত গৃহ, রজত-পালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক —উজ্জ্বল দীপাবলীর স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিল, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে জন্মে নাই। সে রমা।

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এজন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি কনিষ্ঠা মহিষী—রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন ?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। আজ সকলে বড়রাণীকে বলিতেছে, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাদের সঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লও। বড় রাণী সে-কথায় বড় কান দিলেন না—তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কিছু হয় না ?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন ?

রমা। এই আমার গহনা-পাতি আছে সব নাও। আর আমার টাকা-কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানদের কাছে যাও। বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

প্রাণে মারিবে না ; কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল্ দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণি! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন, বল্লেন—আর কখন কাহার সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও এ-কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

গঙ্গারাম বিদায় লইল। মুরলা তাহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

এদিকে চন্দ্রচূড়ঠাকুর তোরাব খাঁর কাছে এই কথা বলিয়া গুপ্ত-চর পাঠাইলেন যে, "আমরা এ রাজ্য মায় কেল্লা, শেলেখানা, আপনা-দিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি?—টাকা দিয়া নিন্ না?"

চন্দ্রচূড় মৃন্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ-কথা জানাইলেন। মৃন্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "কি! এত-বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর করিতে-করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। ততদিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারাম কিছুই বলিল না।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর, কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, আজ আবার মুরলা আসে না?

রাত্রি প্রহরেকের সময় মুরলা তাহাকে গিরেফ্‌তার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

গঙ্গা। খবর ভাল। রাজ্য-রক্ষা হইবে।

মুরলা। তবে আমি এই কথা মহারাণীকে বলি গে?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া রাজ্ঞীসমীপে নিবেদন করিল।

এদিকে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্পস্বল্প টাকা দিলে মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন, "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, "কত টাকা চাও?"

চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন, তোরাব খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন, তোরাব খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে, সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে ?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে তাহার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে-কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না।

ভয় দেখাইয়া গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম আজি কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ-কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল ; এই রকম চলিল।

রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশবার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছু দোষ হইত না, কেন না, রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এমন ভয়ে-ভয়ে অতি গোপনে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। কিন্তু গঙ্গারামের মনের সে-অবস্থা নহে। গঙ্গারাম পাপিষ্ঠ। গঙ্গারাম ভাবিল, "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম ঘরে ফিরিয়া সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

…কাজী সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া
গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল।… ১৩ পৃষ্ঠা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন। তাই দুইজনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তীগুম্ফামধ্যে প্রবেশ করিল—শ্রী ততক্ষণ বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। জয়ন্তী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তোমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে হইবে—আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।"

শ্রী। কেন ?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে। এক্ষণে চল, তোমার স্বামীর হউক কি যাহারই হউক, যখন শুভসাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

যতক্ষণ এই কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ জয়ন্তীর হাতে দুইটা ত্রিশূল ছিল।

শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিশূল কেন ?"

"মহাপুরুষ আমাদিগকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি ত্রিশূল দিয়াছেন। বোধহয়, ত্রিশূল মন্ত্রপূত।"

তখন দুইজনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং উভয়ে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া বিরূপাতীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

নবম পরিচ্ছেদ

বন্দে-আলি নামে ভূষণার একজন ছোট মুসলমান গঙ্গারামের সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচিত ছিল। তাহার অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্যমধ্যে সিপাহী হইয়াছিল।

গঙ্গারাম তাহাকে বড় বিশ্বাস করিত। সে এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব খাঁর নিকট পাঠাইল। বলিয়া পাঠাইল, "চন্দ্রচূড়-ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন—টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনা বাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত' ফেরারী আসামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে বন্দে-আলির ভগিনী এক্ষণে তোরাব খাঁর একজন বেগম। সুতরাং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ বন্দে-আলির পক্ষে কঠিন হইল না। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। গঙ্গারাম অভয় পাইল। তোরাব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন ঃ

"তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দে-আলি ভূষণা হইতে ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল,

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সেই নৌকায় চাঁদ-শাহ ফকীর—সেও পার হইতেছিল। ফকীর বন্দে-আলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিলে?"—জিজ্ঞাসা করায় বন্দে-আলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকীর ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দে-আলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বখ্‌শী, মুনসী, কারকুন, পেস্কার লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকীর বিস্মিত হইল। ফকীর সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে-মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিল। ফৌজদার তাহাকে কোনপ্রকার ভয় দেখাইলেন না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন, "দুর্গদ্বারে পৌঁছিলে ত' তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে? এখন মৃন্ময়ের তাঁবে অনেক সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ, পারের সময়ে তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর-পথ, এক দক্ষিণ-পথ। দক্ষিণ-পথে দূরে নদী পার হইতে হয়। উত্তর-পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ-পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মৃন্ময় তাহা বিশ্বাস করিবে, কেন না, কিল্লার সম্মুখে নদী পার হওয়া কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সে-ও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ-পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর-পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না, বা, অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা-পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মৃন্ময় দক্ষিণ-পথে যাইতে-যাইতে শুনিতে পায় যে, আমরা উত্তর-পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ-পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর-পথে পাঠাইবেন। উত্তর-পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন তাহা কেহ না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তারপর মৃন্ময় ফৌজ লইয়া কিছুদূরে গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মৃন্ময়ের সৈন্যও উত্তর-দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন, "উত্তম। তুমি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত ?"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিল—বলা বাহুল্য যে, সে পুরস্কার, রমা !

সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় লইয়া সেই রাত্রিতে মহম্মদপুরে ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না যে, চাঁদ-শাহ ফকীর তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল, ফৌজদারী-সৈন্য দক্ষিণ-পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃন্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে এই স্থির হইল যে, মৃন্ময় সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতে দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবন-সেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে রণসজ্জার ধুম পড়িয়া গেল। মৃন্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রিতেই দক্ষিণ-পথে যাত্রা করিলেন। গড়রক্ষার্থ অল্পমাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এই সকল গোলমালের সংবাদ রমার কাছে পৌঁছিল। মুরলা বলিল, “মহারাণি, এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।”

রমা বলিল, “মরিতে হয় এইখানে মরিব, কলঙ্কের পথে যাইব না, তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, স্মরণ

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

করাইয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মন স্থির করিবার জন্য, নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরীমধ্যে কেহই সে-রাত্রে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল।

গঙ্গারাম গৃহাভ্যন্তরে বড় বিষণ্ণ হইয়া চিন্তামগ্ন ছিল, এমন সময় মুরলা উপস্থিত হইয়া রমার প্রেরিত সংবাদ তাহাকে বলিল। তারপর মুরলা গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজ-পথে উঠিতে-না-উঠিতে ভয়ে তার মুখ কালি হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে ত্রিশূলধারিণী যুগল ভৈরবী মূর্ত্তি।

একজন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল, "আমি মুরলা।"

ভৈরবী। মুরলা কে?

মুরলা। আমি ছোট রাণীর দাসী।

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এতরাত্রিতে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মু। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস্?

মু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মু। যে আজ্ঞা।

তখন দুইজনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্র-মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মন্দির-মধ্যে লইয়া গেল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে-রাত্রিতে নিদ্রা নাই। তিনি সমস্ত রাত্রি নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, নগর-রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে-কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে বড় কথা বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি অতিশয় অনুতপ্তচিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে চাঁদ-শাহ ফকীর আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণা-গমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড় শিহরিয়া উঠিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কে ?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা ! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন ? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

চন্দ্র। মা ! আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগররক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগররক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশে নাই। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

"তবে আমি এই পুরী রক্ষা করিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল ; চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীমূর্ত্তিকে দেখিয়া গঙ্গারাম প্রণত হইয়া যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মা! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

ভৈরবীর কথা শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মা, আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ী গোলা-বারুদ দাও, আর একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—"কে এ?" জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনি গোলা-বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। ইহাকে গোলাগুলি দিব কেন? কাহার চর, তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, তোমার ভূষণাগমন-সংবাদ ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন, দিতেছি",—বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা-যাহা চাহিল, সকলই দিল এবং পিয়ারীলাল নামে একজন গোলন্দাজকে সঙ্গে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গ-দ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিল। যেন তাহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে-আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলাবারুদ লইয়া গড়ের বাহির হইয়া যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট, সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথায় বসিয়া আছেন।

দুইজন ভৈরবীর মধ্যে একজন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ী ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর-একজন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" সে বলিল, "আমি যে হই না—তুমি কে ?" জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল। দেবতা ভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তাতেই-বা কি ?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও ?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব ?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড়ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চ-চূড়ায় উঠিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে; কিন্তু তখনও তেমন ফর্‌সা হয় নাই, বুঝা গেল না যে, তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকা-শিখরদেশে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে বেশ আলো দেখা দিল। গঙ্গারাম আসিয়া বলিল, "অত ভয় পাইবেন না, ওপারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহা অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয়জন সিপাহী পার হইতে পারে? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব!"

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবে, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তারপর সে সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবে, মুক্তদ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে, সে কোন আপত্তি করিবে না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিল, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার আর কিছু প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন, "তবে শীঘ্র যাও। সেনা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকাসকল সিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।”

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ-ছয় শত মুসলমান-সিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। কিন্তু কেহই বাহির হইতেছে না। তখন চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায়ে সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুড়ুম করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকা-শ্রেণী হইতে আওয়াজ এমন বোধ হইল না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

“তবে কি, এ আমাদের তোপ !”

চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক্ শব্দিত করিল—আবার মুসলমান-সিপাহীপরিপূর্ণ আর-একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

আবার সেই কামান ডাকিল—আবার দশ দিক্ কাঁপিয়া উঠিল —ধূমের চক্রে-চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল। আবার সসৈন্যে নৌকা ছিন্নভিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন একদিকে এক কামান—আর-এক দিকে শত-শত মুসলমান-সেনায় তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কান পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রহস্ত-পরিত্যক্ত বজ্রের

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

মত সেই কামান ডাকিতে লাগিল—প্রশস্ত নদীবক্ষ এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে, চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তাল-তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ ধূমসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধুঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। তখন চন্দ্রচূড় সেই জলমগ্ন রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ছিন্ন, নিমগ্ন নৌকাসকল স্রোতে উল্‌টি-পাল্‌টি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহ নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। যে-কয়খানা নৌকা ডোবে নাই, সে-কয়খানার নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপরপারে পলায়ন করিয়াছে। মুসলমানসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাতযোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে গদ্‌গদকণ্ঠে সজল নয়নে বলিলেন, “জয় জগদীশ্বর! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।”

তখন চন্দ্রচূড় প্রাসাদ-শিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কামানের বন্দুকের হুড়্-মুড়্-হুড়্-মুড়্ শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল, "এ আবার কি! লড়াই কে করে, সেই ডাকিনী নয়তো? তিনি কি দেবতা?"

তখন গঙ্গারাম দুর্গের দ্বাররক্ষায় নিযুক্তদের চারিজনকে আদেশ করিল, "যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে, সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারিজন সিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা নৌকা বাহিয়া পলাইয়া যাইতেছে। সিপাহীরা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে একজন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে—আর-একজন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোয়ান, ধুতি মালকোঁচা-মারা, মাথায় মুখে গালপাট্টা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গ বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারিজন আসিয়া তাহাকে ধরিল। এবং কোতোয়ালের কাছে যাইবার জন্য বলিল।

"আচ্ছা, যাই। আগে মুসলমানেরা বিদায় হোক্। যতক্ষণ ওদের মধ্যে একজনকে ওপারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলেও উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ওকে চিনিতে পারিস্ কি না?"

সিপাহীরা দেখিয়া বলিল, "ওকে ত' চিনি, ও-আমাদের গোলন্দাজ পিয়ারীলাল যে—কেমন ক'রে এখানে এলো?"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

"তবে আগে ওকে গড়ের ভিতর নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।"

এদিকে কালি-বারুদ-মাখা পুরুষ ক্রমে-ক্রমে দেখিলেন যে, মুসলমান-সিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি সিপাহী-দিগকে বলিলেন, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল-সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।" সিপাহীরা সে-ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে—যেখানে ভীত নাগরিকগণ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেইখানে সিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ পূরিয়া উঠিল, সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিকমণ্ডলী একেবারে সহস্রকণ্ঠে গর্জ্জন করিল, "জয়, মহারাজের জয়!"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন; বারুদমাখা পুরুষও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সময় দেখিয়া আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দাও।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতারামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সীতারাম তখন সিপাহীদিগকে দুর্গপ্রাকারস্থিত তোপসকলের নিকট এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া মৃন্ময়ের সম্বন্ধে সংবাদ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন।

তিনি যে-উদ্দেশ্যে দিল্লী গিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া, দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া, মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফৌজদারের সঙ্গেই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, ফৌজদার সুবাদারের অধীন এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। এক্ষণে মৃন্ময়ের সংবাদ না পাইলে কি কর্ত্তব্য কিছু বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃন্ময়ের সংবাদ আসিল। পীরবক্স খাঁ নামে ফৌজদারী-সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী-সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক-পথে মৃন্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃন্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃন্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, "মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া, নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি, এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেইজন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। যতপ্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি। যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ-দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

অতএব শ্রী রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

তৃতীয় খণ্ড

রাত্রি—ডাকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদসাহী-সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতি-প্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের কাছে প্রকাশ করিল। বাকী যেটুকু, মুরলা ও চাঁদশাহ ফকীর সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকী—এমন সময়ে এ-কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কথাগুলা রমা অন্তঃপুরে বসিয়া সীতারামের কাছে, চক্ষুর জলে ভাসিতে-ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার এক বর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন, রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না।

সীতারাম শেষে দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী। কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারাম ঘোষণা করিলেন যে, আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে সহস্র-সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত' ?"

রমা। যদি আমার স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব ? বল ত' আমি যাই।

রমা। তুমি কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে ? কাহাকেও যাইতে হইবে না, কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে লইয়া গিয়া কেহ আমার নিকটে দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড়-চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও।"

রমা বলিল, "আজ আমার সাজিবার দিন নয়! বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।"

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাকালে মহারাজ সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম সম্মুখে আনীত হইল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, “গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।”

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, “কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।”

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন।

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। এবং চাঁদশাহ ফকীর যাহা জানিতেন তাহাও বলিলেন।

গঙ্গারাম সকলই অস্বীকার করিল। এমন সময়ে সকলে দেখিল, গঙ্গারাম থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে সভয়ে চাহিয়া দেখিল—অপূর্ব্বমূর্ত্তি, জটাজূটবিলম্বিনী, গৈরিকধারিণী

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ত্রিশূল হস্তে গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। গঙ্গারাম একদিন রাত্রিতে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। এদিকে রাজা, ওদিকে চন্দ্রচূড়, সেই রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্যমূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন।

জয়ন্তী কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া গঙ্গারামের বক্ষে সেই মন্ত্রপূত ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, "এখন বল।"

ত্রিশূল গঙ্গারামের গাত্রস্পর্শ করিলে গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম তখন সভয়ে বিনীতভাবে সত্য বৃত্তান্ত সভা সমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্ত হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। কথাশেষে জয়ন্তী ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। সে কোন্ দিকে গেল, কেহ সন্ধান করিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে, রাজা গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।"

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের শাস্তি হইল, শূলদণ্ড। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিনকতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেননা, সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত।

অভিষেকের দিন আসিল। বড় ধুম-ধাম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ—অত্যন্ত গোলযোগ।

এ অভিষেকের মধ্যে একটা ব্যাপার—দান। সীতারাম সারাদিন নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিয়াছিল যে, সমস্ত দিন দান ফুরাইল না। অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে-যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন যে, সেই ত্রিশূলধারিণী স্বর্ণময়ী রাজলক্ষ্মীমূর্ত্তি।

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।” জয়ন্তী বলিল, “মহারাজ! আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।”

রাজা বলিলেন, “মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি এখনই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।”

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হইয়াছে।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তাহার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

রাজা। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। আপনি সেই মধুমতী তীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি যাহা খুঁজি, তাহা পাইব। সে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিন। সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন আজ আপনার নিকট বেচিব। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, আপনি সব দিতে পারেন, আমার জীবন আমায় দিয়া সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনিয়া লউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুরদ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন, আর অন্তঃপুরে প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই শ্রী আসিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হোক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" অনুচরবর্গকেও সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচরদিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র, বায়ুশূন্য কারাগার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথকালেও তাহার নিদ্রা নাই।

দুই প্রহর রাত্রিতে ঝঞ্ঝনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রিতে কেন শিকল খুলিতেছে? আরও কিছু নূতন বিপদ্ আছে না কি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিল। তারপর জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি?"

জয়ন্তী বলিল, "কি করিয়াছ তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?"

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। পলাও গঙ্গারাম; কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।

রাজপুরুষেরা পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞামত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা কেমন আছে?"

নন্দা বলিল, "কিছু বিশেষ হইতে ত' দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও। আর আমি যেজন্য যাইতে পারিলাম না, তাহাও বলিও।

নন্দা চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিলে দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র-রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্তকুন্তলা কমনীয়া মূর্ত্তি।

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে কহিলেন, "কই? শ্রী কই?" কিন্তু তখনই দেখিলেন, জয়ন্তী নহে, শ্রী! তখন সীতারাম ঊর্দ্ধমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্ত-দৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে হইল, এ আমার শ্রী নহে। স্থির-মূর্ত্তি, অবিচলিত ধৈর্য্যসম্পন্না মহামহিমময়ী, এ যে দেবী-প্রতিমা। বুঝি এ-শ্রী সে-শ্রী নহে।

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথাও কতক-কতক বলিল, সকল বলিল না।

তারপর শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের নয়নে জল আসিল। চিরজীবনের পর স্বামীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি না, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন?

শ্রী। যেদিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সেদিন গিয়াছে।

সীতা। সে কি? কেন গিয়াছে? কিসে গিয়াছে?

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতা। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, পতিসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে; দেবসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি, কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। স্বামীর কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে আমি যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কেবল আমার এইটুকু বলিয়া রাখা যে, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে এই রাজপুরীমধ্যে স্থান না দিয়া আমাকে একটু পৃথক কুটীর তৈয়ারী করিয়া দিবে। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আমি সুখী হইব না। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘটিতে পারে যে, তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে-সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত' সীতারামের শ্রী নয়।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রী কিছুতেই রাজপুরী মধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদ-ভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল; রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তারপর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক্ আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট-বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন-আহার এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে শয়ন বা আহার পৃথক্ গৃহে; শ্রীর বাঘছালের নিকট ঘেঁসিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন-দিন বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক-আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ তিনি শ্রীর গৃহেই রহিলেন। এবং রাজপ্রাসাদে যাওয়া একরকম বন্ধ হইয়া গেল। 'চিত্তবিশ্রামে' কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

নবম পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ দুইজন নিরীহ গৃহস্থ-লোক মহম্মদপুরে রাম-চাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। তাহারা রাজা সীতারামের সম্বন্ধে অজস্র নিন্দা করিতে লাগিল। তারপর শ্যাম বলিল, "কি জান দাদা ও রাজারাজড়ার অমন হয়েই থাকে।"

রাম। তা বটে। আমার বোধ হয়, চিত্তবিশ্রামের কাণ্ডটা হয়ে অবধিই যেন বাড়াবাড়ি ঘটেছে। তা, মহারাজকে বশ করিতে ওই মাগী কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিল?

শ্যাম। শুনেছি, সেটা নাকি একটা ভৈরবী। কেউ-কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী-বেশ ধ'রে বেড়ায়। আবার কেউ বলে, তার একটা জোড়া আছে। সেটা উড়ে-উড়ে বেড়ায়!

রাম। তবে ত' বড় সর্ব্বনাশ! রাজা পড়িল ডাকিনীর হাতে। এ-রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে?

শ্যাম বলিল, "তা, দাদা, তোমার কাছে বল্‌ছি, প্রকাশ করিও না, আমি শীগ্‌গির সরবো।"

রাম। বটে! তা আমিই প'ড়ে জবাই হই কেন? তবে কি জান, এই-সব বাড়ী ঘর-দ্বার খরচপত্র ক'রে করা গেছে, এখন ফেলে-টেলে যাওয়া গরিবমানুষের বড় দায়।

শ্যাম। তা কি করবে, প্রাণটা আগে না, বাড়ী-ঘর আগে? ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত' সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। আমি রাজকার্য্য না দেখি, তা নয়। তাছাড়া তর্কালঙ্কারঠাকুর আছেন, মৃন্ময় আছে, তাঁহারা সকলে কর্ম্মপটু। আমার কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুর্শিদাবাদের সংবাদ পাইতেছ কি? তোরাব খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভূঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে?

সীতা। সে ভাবনা করিও না। মুর্শিদকুলি যতক্ষণ মাল-খাজনা ঠিক কিস্তী-কিস্তী পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সীতা। হ্যাঁ, পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচপত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সংবাদ লইতে ভুলিয়া গিয়াছ?

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয়, তাই।"

শ্রী। তবে আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ আবার লুকাইতে হইবে, নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

একাদশ পরিচ্ছেদ

রমা পীড়িতা। কেহই তাহার রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। কবিরাজেরা যাহা ঔষধ দেয়, রমা তাহা না খাইয়া গোপনে ফেলিয়া দেয়। কাজেই তাহার রোগ সারিল না। ক্রমশঃ শরীর-ধ্বংসের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই-এক দণ্ড বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে; যাহার ছায়া, সে নিকটেই। নন্দা ভাবিল, "হায়, রাজবাড়ীর কবিরাজগুলোকেও কি ডাকিনীতে পেয়েছে?"

নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকিয়া পাঠাইল। সকলে আসিলে নন্দা অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তম-মধ্যম ভর্ৎসনা করিল। বলিল, "রোগ যদি ভাল না করিতে পার ত' মাসিক লও কেন?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা! কবিরাজে ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।"

নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধেও কাজ নাই। তোমরা আপনার-আপনার দেশে যাও।"

কবিরাজমণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ণ হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ, তিনি বলিলেন, "মা! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে। নহিলে আমি যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে, তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই ?"

কবিরাজ বলিল, "আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" বুড়ার বিশ্বাস, বেটী ঔষধ খায় না; "আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে ?"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখেও স্থান নাই। মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলি যে ?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ওষুধ খেলে ত' আর তিনটে দিন খেতে কি ?

রমা। আমি ওষুধ খাই নাই।

নন্দা চমকিয়া উঠিল—বলিল, "সে কি! মোটে না ?"

রমা। সব বালিসের নীচে আছে। তবে ওষুধ খাব, যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া রমার চোখে জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল।

নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "তিনি চিত্তবিশ্রামে থাকেন। এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শীঘ্রই সীতারাম রমাকে দেখিতে আসিলেন। রমা বড় কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের শঙ্কা হইল যে, আর অধিক বিলম্ব নাই। সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষুতে জল আসিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতা-রামকে বলিল, "ওকে একবার কোলে নাও।"

সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করেছিলাম—কিন্তু তা না করিয়া তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম—কথা রাখিবে কি?"

সীতারাম কলের পুতুলের ন্যায় স্বীকৃত হইলেন। রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। সীতা-রাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁর পায়ে হাত দিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মাথায় দিল।

তারপর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে বহিতে লাগিল, চক্ষুর জ্যোতিঃ গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যেদিন রমা মরিল, সেদিন সীতারাম চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। ভাবিলেন, রমার দোষ বড় বেশী নয়—দোষ তাঁর নিজের। মনে-মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।

কাজেই মেজাজ খারাপ হইয়া উঠিল। চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না, কেন না, শ্রীর সঙ্গে এই আত্মগ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ, রমার প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরাচরণের কারণই শ্রী। শ্রীর কাছে গেলে আগুন আরো বাড়িবে। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। রমার প্রসঙ্গ উঠিলে নন্দা বলিল, "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।" একে ত' আত্মগ্লানিতে সীতারামের মেজাজ খারাপ হইয়াছিল—কোনমতে আপনার নিকটে আপনার সাফাই করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল।

রাজা রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। সেখানে চন্দ্রচূড়ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর-একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলে তিনি আরোগ্য-লাভ করিতে পারিতেন।"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দরবারে বসিতেই চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সীতারামের আয় অনেকগুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভূঁইয়া তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ-পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—তবে টাকা অকুলান কেন ?

অকুলানের আসল কারণ, চুরি। রাজা এখন আর কিছু দেখেন না, চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন, কাজেই রাজ-পুরুষেরা রাজ-ভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে—কে নিষেধ করে ? চন্দ্রচূড়ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহই মানে না। তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের সমক্ষেই চন্দ্রচূড় কাগজ-পত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, “অপরাধীরা শূলে যাইবে।”

হুকুম শুনিয়া আম-দরবার শিহরিল ! চন্দ্রচূড় বলিলেন, “সে কি মহারাজ ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড ?”

এই হুকুম জারি করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুমমত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল, অনেক রাজকর্ম্মচারী কর্ম্ম ছাড়িয়া পলাইল।

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকার তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না।

চন্দ্রচূড় সন্ধানে-সন্ধানে ফিরিয়া আবার একদিন রাজাকে ধরিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "বেতন অভাবে সিপাহীরা চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তহশীলদার খাজনা আদায়ে অসম্মত। কারণ, হিসাবের গোলমাল হইলে শূলে যাইতে হইবে। তার উপর প্রজারা কর দিতেছে না।"

সীতারাম বলিলেন, "এরা যদি আপন-আপন কাজ না করে, তবে সকলকে কয়েদ করুন।"

এই বলিয়া বাকীদার ও তহশীলদার উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে-মনে শপথ করিলেন, আর কখনও রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে ভারি হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল। বাকীদার, তহশীলদার উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকীদার নয়, সেও সঙ্গে-সঙ্গে পলাইতে লাগিল।

আগুন জ্বলিয়াই ছিল, এখন ঘর পুড়িল ; শ্রী যদি না আসিত, তবে সীতারামের এত অবনতি হইত কিনা জানি না! কেন না,

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সীতারাম ত’ মনে-মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্য-শাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই সব আপদ্ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম; কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়।

এদিকে অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড়ঠাকুর রাজাকে আর-একদিন পাকড়াও করিয়া বলিলেন, “মহারাজ! তীর্থ-পর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিতেছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।”

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড়ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায়-কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সেদিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেইদিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা সাত-পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিয়াছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যে নাকি বড় গোলযোগ ? আর তুমি নাকি তার কারণ ?"

"তাই তোমায় খুঁজিতেছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। তারপর শ্রী বলিল, "পলায়ন বিধি কি না।"

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষমানুষের মেয়েভুলানো কথা।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই, দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন ?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল সবই আছে দেখিতেছি, ভৈরবী বেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

শ্রী। মনে করিবে, তুমিই যাইতেছ? তারপর, তুমি যাইবে কি প্রকারে?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "এ কি আমার সৌভাগ্য। এতকালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে। আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি?"

শ্রী। রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন?

জ। হইলে আমার কি করিবে? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারে?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

জ। তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও, আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে, তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না, তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ-তল্লাস হইবে। তিনি তোমাকে রাজপুরী মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেইখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্যাম। আজ তিন দিন হইল রাজা ঢেঁটরা দিয়াছেন যে, কাল এক মেয়ে-চোরকে বেত মারা হবে, যাহার ইচ্ছা হয়, দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কারঠাকুরই-বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণীই-বা কিছু বলেন না কেন? দুটো গালাগালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা নাকি অনেক বলেছেন। কারুর কথা তিনি কানে নেননি! রাজা বলেন, 'ভাল, দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড দিব, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি?'

রাম। তা এক রকম বলেছে, মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত'! তা' ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখতে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈকি! সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কে না দেখতে যাবে?

——

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। প্রভাত হইতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক ধরে না।

এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুক্‌রাইল; স্তাবকেরা স্তুতিপাঠ করিল। দর্শকেরা জানিল, রাজা আসিতেছেন।

রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন।

তখন সেই লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল—দেখিল, সেই সময়ে প্রহরিগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল।

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া, বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষমা কর। আমি আর কখনও ভিক্ষা চাহিব না, এইবার আমায় এই ভিক্ষা দাও—ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন, দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়িয়া যায়? জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে। আপনার কাজে যাও। পুঁথিপাঁজি নাই কি?

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইল—বেত উঁচু করিয়া জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল ; বেত নামাইয়া রাজার পানে চাহিল—শেষ বেত আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি !" বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন। চণ্ডাল বলিল, "মহারাজ ! আমা হইতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।" চণ্ডাল যোড়-হাত করিয়া বলিল, "মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।"

তখন অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ একজন কসাইকে লইয়া আসিল। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া, মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে করিয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী মনে-মনে ডাকিতে লাগিল, "জগন্নাথ ! আজ রক্ষা কর।"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এক-কণ্ঠে হাহাকার করিতে লাগিল, "মহারাজ ! এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।"

রাজা কর্ণপাত করিলেন না।

বুঝি জগন্নাথ সে-কথা শুনিলেন, সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে-করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"রাণীজী কি জয় !" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কারশিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সঙ্গে করিয়া মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল! কসাই জয়ন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, "মা! দয়া করিয়া অভয় দাও! মা! অপরাধ লইও না! একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল। আমি তোমার পূজা করিব।"

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয় করিয়া স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুইয়া সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, "মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীর মধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।" নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এখন জয়ন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী দেবতা, রাজাকে ছলনা করিয়া এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। তখন নগরের মধ্যে বোঁচকা বাঁধিবার বড় ধুম পড়িয়া গেল। অনেকে নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত সীতারাম নানারকমে প্রজাদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন সুরু করিলেন।

এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া চন্দ্রচূড়ঠাকুর এবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া তল্‌পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহ-জীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে-যাইতে চাঁদশাহ ফকীরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকীর জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন ?"

চন্দ্র। কাশী—আপনি কোথায় যাইতেছেন ?

ফকীর। মক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায় ?

ফকীর। যে-দেশে হিন্দু আছে, সে-দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ! পথে চলিতে-চলিতে মনে-মনে ডাকিতে লাগিল, "জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

তারপর জয়ন্তী ভাবিল যে, যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি কি করা যায়। আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত, বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণ-পরম্পরা বুঝিয়া উঠি।

জয়ন্তী তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী বলিল, "আছে! তবে মহম্মদপুরে চল। তোমার-আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে-করিতে যাইব!"

দুইজনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবুও সীতারামের চৈতন্য নাই।

বাকী, মৃন্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—আর পতি-ভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃন্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য একদিন প্রাতে মৃন্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে-ডাক মৃন্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃন্ময় আর নাই। সেদিন প্রাতে মৃন্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান-সেনা মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌঁছিল। বজ্রপাতের ন্যায় এ-সংবাদ মৃন্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই যে, পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিবে। সংবাদ পাইবামাত্র মৃন্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান-সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে—যেখানে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সীতারাম লীলায় উন্মত্ত, সেইখানে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, "মৃন্ময় মরিয়াছে। মুসলমান-সেনা আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।" সীতারাম মনে-মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগ-বিলাসের শেষ ; রাজ্যের শেষ, জীবনের শেষ।" তখন রাজা গাত্রোত্থান করিলেন।

রাজা গিয়া দেখিলেন, সেনা এখনও গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র—তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধূলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিকে ধাবমান হইয়া আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বারসম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারিদিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় সিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতিপূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল। যে-কয়েকজন বাকী ছিল, তাহারা মৃন্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমান আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই-চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নুণ খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া-গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে-মনে কহিলেন, "অনেক পাপ করিয়াছি। ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।"

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই। সকলেই আপন-আপন ধন-প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহই নাই। দুই-এক জন অতি পুরাতন দাস-দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার
জন্য তরবারি উঠাইলেন। ১০২ পৃষ্ঠা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন যে-যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন-আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার! রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবার স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে-মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম্! গুড়ুম্! করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল। তাহারা আসিয়া গড় ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাকোলাহল অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারিপাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে?"

রাজা বলিলেন, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—"

নন্দা। সে কি মহারাজ? শ্রী?

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ?

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হউক, শ্রীই হউক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীর-ধারণে মৃত্যু আছেই, সেজন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে-করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই। একশত যোদ্ধাও নাই! কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া শত্রু-সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল, "মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহুভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইতে। তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে?"

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, "তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি থাকিলেই-বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

রাজা। নন্দা! অত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ! তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সবই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম, তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মহারাজ! রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়েই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে, তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া রাজা সজ্জার্থ অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সঙ্গে অস্ত্র-গৃহে গেলেন। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালকবালিকাগুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে-মুছিতে দেখিতে লাগিলেন।

যোদ্ধবেশ পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যু-কামনায় একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন যে, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুইজন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে, জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে সেইরূপ ভৈরবীবেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন, বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদগদ কণ্ঠ, সজল-লোচন—কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমি আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছ—তুমি

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এতকাল আমার উপর রাগ কর নাই, তবে আজ রাগ করিও না। আমি তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই তোমার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই তোমার পায়ে মাথা দিয়া,—

এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আজ সন্ন্যাসিনী নই, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?"

সীতা। তোমায় ত' বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত' গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সীতা! তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সীতা। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী! তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও? ঐ শোন! শত্রুর কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহ সমর্পণ করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

জয়ন্তী। আর-একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। তাহা আর হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই যে, আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত' এখনও পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

রাজা। ঐ সেনা-সকলে, এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগকে হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ-যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা-রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়। উপায় কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি? জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্য-মদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। তখন সীতারাম মনে-মনে ডাকিতে লাগিলেন, "নাথ! দীননাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ শত্রু-সেনার কোলাহল; প্রাচীর-ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ—মাঠে-মাঠে, জঙ্গলে-জঙ্গলে, নদীর বাঁকে-বাঁকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—দুর্গমধ্যে জনশূন্য, —তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তস্বর-সংবাদিনী আকুলিত-কণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি গীত হইতে লাগিল।

শুনিতে-শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন;—আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল।

এমন সময় দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল। শব্দ শুনা গেল—"জয়, মহারাজকি জয়! জয় সীতারামকি জয়।"

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

দুর্গমধ্যেই সিপাহীরা বাস করিত। সিপাহী সকলেই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে ; কেবল জন-পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা-বাছা লোক—বাছা-বাছা লোক নহিলে এমন সময়ে বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এদিকে মুসলমান-সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে, কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে, গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না। রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ ? তাহাদের ত' সাজিতে হুকুম দিলেন না ! তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না ; কিন্তু তাও ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত' বলে না, "আইস ! আমার জন্য মর।" তখন তাহারা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহাদের মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব ! ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সে কি ভাল হইবে ? আইস, মরিতে হয় ত' মরদের মত মরি ! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক্ ! মরিবার আবার হুকুম-হাকাম কী ? মহারাজের নিমক খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—তা,

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

হুকুম না পাইলে কি এ-সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল, হুকুম হোক্ না হোক্, আমরা গিয়া লড়াই করি!"

এ-কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকারে! এখন দুর্গরক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ ত' সব পলাইয়াছে। আমরা ত' কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি-রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ-বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাজাও গড়ে আছেন। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ার সওয়ার হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল—আপন আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালন পূর্ব্বক অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্চনা শব্দ উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "জয় মহারাজকি জয়! জয় রাজা সীতারামকি জয়!"

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কানে প্রবেশ করিয়াছিল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যোদ্ধগণ জয়ধ্বনি করিতে-করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যথায় মঞ্চ-পার্শ্বে সীতারাম জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের কি হুকুম? আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয়জন মুসলমানকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর! আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহীরা ততক্ষণ নিবিষ্টমনা হইয়া সেই সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব পলাইয়াছিল বলিয়াছি; কিন্তু দুই-চারিজন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহাও বলিয়াছি। তারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা সিপাহীদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া সাজাইয়া অতিপ্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচিব্যূহ রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচিমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচির রন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ কর।"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল; বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে-মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া "জয় জগদীশ্বর! জয় লছমীনারায়ণ জী।" বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচিব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া জয়ধ্বনি করিতে-করিতে অগ্রে-অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "সে কি? এখনই পিষিয়া মরিবে যে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা কি সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজাও এই স্ত্রীলোকেরা কথার বাধ্য নহে বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না।

তারপর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্ঝনা বাজিল—সিংহদ্বারের উচ্চ গম্বুজের ভিতরে তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবন-সেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কবাট আপনি উদ্ঘাটিত হইল, উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচিব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

মত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান-সেনা দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া তেমনই বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনাতরঙ্গ—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্বমোহিনী দেবীমূর্ত্তি, তেমনই অদ্ভুত বেশ, তেমনই অদ্ভুত, অশ্রুত-পূর্ব্ব সাহস, তেমনই সর্ব্বজন-মনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি!—মুসলমান-সেনাপতি তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা ত্রিশূলের ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া, যবনসেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচিব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান-সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা, জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার নিদেশবর্ত্তী হইয়া মরিবেন। তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবীমুখে হরিনাম শুনিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এখন তাঁর কাছে মুসলমান কোন্ ছার!

তাঁর প্রফুল্লকান্তি এবং সামান্য অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান-সেনা 'মার্ মার্' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুইজনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহিগণকে চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না—কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের আঘাতে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর-একজন পশ্চাৎ

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচিব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান-সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মুসলমান-সেনাপতি, সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচিব্যূহের সম্মুখদিকে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামানসকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচিব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে রাজা-রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া সেনাপতি সূচিব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন। নিজে সেদিকে যাইতে পারিলেন না। কেন না, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেইদিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকেও সেই-দিকে যাইতে হইল—সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচজনে লুঠিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচিব্যূহের সম্মুখে পৌঁছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষে সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী, জয়ন্তী দুইজনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিয়া, চারিদিক্ চাহিয়া ঈষৎ, মৃদু, প্রফুল্ল, জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তারপর গোলন্দাজের মুখপানে চাহিয়া সেইরূপ হাসি হাসিল—দুইজনে যেন বলাবলি করিল,—"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া-শুনিয়া গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীত-ভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ! রক্ষা কর!"

"শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচিব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতের তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহ-পিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান-সেনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। সূচিব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতা-রাম অনায়াসে নিজ মহিষী, পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ লইয়া মুসলমান-কটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসল-মানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্যধ্বংস হইল।

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হ্যাঁ। তুমি মহারাজকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। নাহয় একটু চোখের জল পড়িবে। তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চোখের জলই-বা কেন পড়িবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ, আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত।

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, কিন্তু মহারাজ বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজ হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এই উৎকণ্ঠা কেন?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ—মানুষই চিরকাল

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

থাকিবে। তুমিও লোকালয়ে লৌকিক-লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে। আমার সন্ন্যাস-বিভ্রংশের কথা কেন বল?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। এই বলিয়া দুই-জন খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাস করিতে-করিতে সেই গোলন্দাজের মৃতদেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকাচুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল, তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে! শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎ‍র্সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই, আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল।

তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

———

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

পরিশিষ্ট

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আট-চালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে ত' জানাই ছিল। গড়-টড় সব মুসলমানে দখল ক'রে লুট-পাট ক'রে নিয়েছে।

রাম। রাজা-রাণীর কি হলো, কিছু ঠিক খবর রাখ!

শ্যাম। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের নাকি বেঁধে মুর্শিদাবাদে চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি, তাই বটে, তবে কিনা, শুনতে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন, তারপর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকেই কত রকম বলে। কেউ-কেউ বলে, রাজা-রাণী নাকি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার ক'রে নিয়ে গিয়েছে। তারপর মুসলমানেরা জাল রাজা-রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন। ও-সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

শ্যাম। তা, এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি?

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

ওটা নাহয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার-আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক।

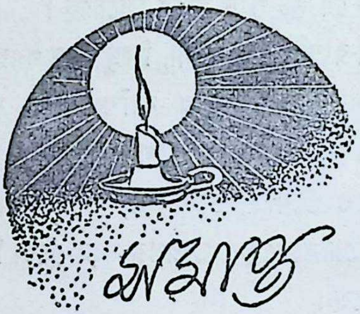

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

প্রহেলিকা সিরিজ

প্রত্যেকখানি এক টাকা

ছোটদের জন্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

১। মুখোসের অন্তরালে
২। মৃত্যুদূত
৩। ব্লাড হাউণ্ড
৪। কালের কবলে
৫। শেষ বলি
৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে
৮। জীবনের মেয়াদ
৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিঃশ্বাস
১১। দরদী বন্ধু
১২। রাতের অতিথি
১৩। মিঃ গশ ডিটেক্‌টিভ
১৪। কাল-বৈশাখী ঝড়
১৫। দেশের ডাক
১৬। রাত যখন সাতটা
১৭। ঝড়ের প্রদীপ
১৮। ডাকাত-কালীর জঙ্গলে
১৯। স্বপ্ন হলো সত্যি
২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা
২১। গ্রহের ফের
২২। হাওয়ার পেছনে
২৩। রক্ত-তৃষা
২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল, এ—২০৫
২৬। জয়-পরাজয়
২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে
২৯। সবই যখন অন্ধকার
৩০। কলঙ্কী চাঁদ
৩১। বর্ম্মা ফেরত
৩২। সোনার খনি
৩৩। জলটুঙ্গী
৩৪। অপরাধের কারখানা
৩৫। লাল-দলিল
৩৬। পেশোয়ারের বিভীষিকা
৩৭। অভিশপ্ত বংশ
৩৮। শার্লক হোমসের কথা
৩৯। ব্যথার দান
৪০। মায়ের ডাক
৪১। আলেয়ার আলো
৪২। লক্ষ টাকার হীরা
৪৩। প্রাণ নিয়ে খেলা
৪৪। বাসুকির অভিশাপ
৪৫। ছায়া ও কায়া
৪৬। আবার রবিনহুড
৪৭। নিয়তির দূত
৪৮। বর্ম্মার অভিশাপ

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

= কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ =

(ডিটেক্‌টিভ কাহিনী-পূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

প্রত্যেকখানি—এক টাকা

১। অন্ধকারের বন্ধু
২। ছিন্নমস্তার মন্দির
৩। তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক
৪। বিজয়-অভিযান
৫। ছায়া কালো-কালো
৬। রাত্রির যাত্রী
৭। হারাণো বই
৮। জীবন্ত-সমাধি
৯। গুপ্তঘাতক
১০। মিস্‌মিদের কবচ
১১। উদাসীবাবার আখড়া
১২। কেউটের ছোবল
১৩। হত্যার প্রতিশোধ
১৪। মুখ আর মুখোস
১৫। নীল আলো
১৬। ভূতের মত অদ্ভুত
১৭। রাতের আতঙ্ক
১৮। ঘোরপ্যাঁচ
১৯। বিভীষণের জাগরণ
২০। নিঝুম রাতের কান্না
২১। অভিশপ্ত ম্যমি
২২। স্বর্গের সিঁড়ি
২৩। ওপারের দূত
২৪। জয়পতাকা

যুবক-যুবতীদের জন্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

= অনুপমা-সিরিজ =

১। নীল চোখের সংকেত—১।।০
২। উল্কার আলো—১।।০
৩। গহন বনের ছায়া—১।।০
৪। মনভোলান বাঁশী—১।।০
৫। কাজলগড়ের কাহিনী—১।।০

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

যুবক-যুবতীদের জন্য

সুখপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থাবলী

পিরামিড্‌ সিরিজ

'কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজ' ও 'প্রহেলিকা-সিরিজ' নামে আমরা এতদিন কেবল ছোটদের জন্য ডিটেক্‌টিভ্‌ বই প্রকাশ করে আসছিলাম। তাই সারা বাংলার যুবক-যুবতীগণ তাঁদের দাবী জানিয়ে বহু চিঠি দিয়েছেন আমাদের।

বড়দের জন্যও ডিটেক্‌টিভ্‌ বই চাই।

তাঁদের দাবী আমাদের কাছে অগ্রগণ্য—তাই

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্‌

মিঃ পিটার ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী মাষ্টার পল্‌

মৃত্যু বরণ করেও যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে যুবক-যুবতীদের জন্য এই **পিরামিড্‌ সিরিজ।**

১। চতুর্থ জার্ম্মান	১০। বেডফোর্ড মার্ডার কেস	১৯। সিলভার ড্রাগন
২। ডেঞ্জার সিগন্যাল	১১। ফাদার এণ্ড সন্‌	২০। সিক্রেট সেভ
৩। মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক মিষ্ট্রী	১২। টুইন্‌ ব্রাদার্স	২১। ডেস্‌পারেট্‌ লেডি
৪। ষ্ট্রেঞ্জ উওম্যান	১৩। গ্রীন্‌ হাউস্‌	২২। টু-মেনি মার্ডাস্‌
৫। রেডিও-ক্যামেরা	১৪। রুম-নম্বর থার্টি	২৩। ডায়মণ্ড মাইন্‌স্‌
৬। ডার্ক-রুম	১৫। ওয়ার ক্রিমিন্যাল	২৪। অফিস মার্ডার
৭। মিষ্টিরিয়াস্‌ ষ্টেজ	১৬। বার্মিঙ্গ মিষ্ট্রী	২৫। জাঙ্গল উওম্যান্‌
৮। ইয়ং ফটোগ্রাফার	১৭। লস্ট প্যারাশ্যুট্‌	২৬। পার্টনার্স ইন্‌ ক্রাইম
৯। ডিভোর্‌স্‌ড্‌ ওয়াইফ	১৮। টাইগার-ম্যান্‌	

প্রত্যেকখানির মূল্য—৷৷৹

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

কল্যাণীয়া— কলিকাতা

কুমারী সন্ধ্যা, অনুভা ও মলিনা !

তোমাদের অভিযোগ মিথ্যা নয়, শুধু ছেলেদের ছাড়া মেয়েদের 'য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই' এ পর্য্যন্ত কেউ লেখেন নি। এই কারণেই 'কৃষ্ণা সিরিজ' ও 'কুমারিকা সিরিজে'র আবির্ভাব।

কোন আকস্মিক বিপদ এলে মেয়েদের যা করা প্রয়োজন, এই সিরিজ পড়লেই তার ইঙ্গিত পেয়ে যাবে। এই সিরিজের বই প্রতি মাসে একখানি ক'রে বার হচ্ছে। আশা করি, প্রত্যেকখানি বই তোমাদের ভাল লাগবে। যদি কোন বই ভাল না লাগে, তাহলে জানাতে দ্বিধা বোধ ক'রো না।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী'র

=কুমারিকা সিরিজ=

১। অগ্নিশিখা—৸৹
২। শিখার সাধনা—৸৹
৩। বিজয়িনী শিখা—৸৹
৪। শিখা ও সবিতা—৸৹
৫। রহস্যময়ী শিখা—৸৹
৬। দুর্গম পথে শিখা—৸৹
৭। শিখার আবিষ্কার—৸৹
৮। শিখার কালরাত্রি—৸৹
৯। শিখার ছদ্মবেশ—৸৹
১০। শিখার অগ্নিপরীক্ষা—৸৹
১১। শিখা ও রাজকন্যা—৸৹
১২। শিখার স্বপ্ন—৸৹

=কৃষ্ণা সিরিজ=

[মেয়েদের জন্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস]

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী রচিত

১। কারাগারে কৃষ্ণা—১৷৹
২। মায়াবী ও কৃষ্ণা—১৷৹
৩। কৃষ্ণার অভিযান—১৷৹
৪। কৃষ্ণার পরিচয়—১৷৹
৫। বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা—১৷৹
৬। মুক্তিপথে কৃষ্ণা—১৷৹
৭। কৃষ্ণার জয়যাত্রা—১৷৹

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

=হেমেন্দ্রলাল রায়=

গল্পের মায়াপুরী

সত্যিকারের
মায়াপুরীর
মতই
গল্পের মায়াপুরীতেও রহস্যের অন্ত নেই। তোমরা পড়তে পড়তে কখনো হাসবে, কখনো কাঁদবে, কখনো বিস্ময়ের দোলায় দুলবে, আবার কখনো ভয়ে চোখ বন্ধ করে থাকবে ...দাম—২৲ টাকা

=বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য=

=বিশ্বের বিস্ময়=

অবাক হয়ে শোনবার মত বহু বিষয় এতে আছে, আর আছে অসংখ্য ছবি......

দাম ১৲ টাকা

=যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়=

দৌলৎখানা

কে বলে বাঙ্গালী ভীরু? সাহসে ও বীরত্বে তাঁরা যে-কোন জাতিকে হঠাতে পারেন। দুর্দ্দান্ত দস্যু-সর্দার নির্ম্মম পিশাচ রতন বাওলার অত্যাচারে জর্জ্জরিত বিপন্নের উদ্ধার ও তার আজন্ম-সঞ্চিত দৌলৎ আনতে গিয়ে বাঙ্গালীর ছেলে বিজয় কত বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে গেছে, মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত কি ভাবে ছিনিমিনি খেলেছে, দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবেন। দাম—১৲

জন্মদিনের উপহার

এতে আছে—
হাসির রাজা **"শিবরামের"** আঠারোটি বাছাই-করা হাসির গল্প।

দাম—২৲ টাকা

শিবরামের আর একখানা হাসির বই
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

দাম—১৲ টাকা

=চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী=

=দুনিয়ার আজব=

পৃথিবীতে যত কিছু অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য জিনিষ আছে, তার সব কিছুই পাবেন এই বই-এ—সেই সঙ্গে পাবেন তাদের ছবি। দাম—১৲

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

=রমেশচন্দ্র দাশ=

অজ্ঞাত দেশ

বাঙ্গালীর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বিচিত্র কাহিনী…

দাম—১৷৷০

=ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী=

আকাশ-গঙ্গা

হিমালয়ের গঙ্গোত্রী থেকে আরম্ভ করে কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কামাখ্যা, সাগর-সঙ্গম প্রভৃতি বহু তীর্থস্থানের চমকপ্রদ কাহিনী…গল্পের চেয়েও অদ্ভুত। তীর্থগুলির বড় বড় ফটো এর সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে দাম—১৷৷০ টাকা

=যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত=

অজানা দেশে

অজানা দেশের চমকপ্রদ কাহিনী…

দাম—১৲

=সুবিনয় রায়চৌধুরী=

জীবজগতের আজব কথা

নানারকম দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তুর আজব কথা, কোন্ দেশে কোন্ জন্তু পাওয়া যায়, পশু-পক্ষীদের পোষাকের বৈচিত্র্য, ইহাদের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইত্যাদি বহু নূতন তথ্যে এই পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। অসংখ্য রঙ্গিন ছবি। দাম—১৷৷০ টাকা

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=

[প্রত্যেকখানি দশ আনা]

১। মহাভারতীয় গল্প	২। পুরাণের গল্প	৩। পল্লীগীতি কাব্যকথা
৪। জাতকের গল্প	৫। উপনিষদের গল্প	৬। ভাগবতের গল্প
৭। ভারত-নারী	৮। মঙ্গল কাব্যের গল্প	৯। জ্ঞান ও কর্ম্মে বাঙ্গালী
১০। সাহিত্যে বাঙ্গালী	১১। রামায়ণী কথা	১২। ধর্ম্মে বাঙ্গালী
১৩। দেশপ্রেমে ভারতবাসী	১৪। দেবীযুদ্ধের কাহিনী	১৫। ভক্ত জীবন-কাহিনী

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত

ঠাকুরমার ঝুলি

প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ :: দাম—৩৲ টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত ও দামোদর গ্রন্থমালা

=বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থমালা=

[প্রত্যেকখানি—এক টাকা]

১। আনন্দমঠ ২। দেবী চৌধুরাণী ৩। কপালকুণ্ডলা ৪। বিষবৃক্ষ
৫। চন্দ্রশেখর ৬। দুর্গেশনন্দিনী ৭। কৃষ্ণকান্তের উইল ৮। রজনী
৯। রাজসিংহ ১০। সীতারাম ১১। রাধারাণী ও ইন্দিরা
১২। যুগলাঙ্গুরীয় ১৩। মৃণালিনী ১৪। কমলাকান্তের দপ্তর
১৫। রাধমোহনের বউ (উপন্যাস)—২৲

=রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থমালা=

১। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ১৲ ৩। বঙ্গবিজেতা ১৲ ৫। সংসার ২৲
২। রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ১৲ ৪। মাধবী কঙ্কণ ১৲ ৬। সমাজ ২৲

=দামোদর গ্রন্থমালা=

১। মৃন্ময়ী ১৲ ২। তিলোত্তমা ১৲ ৩। নবাব-নন্দিনী ১৲ ৪। মা ও মেয়ে ২৲
৫। সোনার কমল—২৲ ৬। শুক্লবসনা সুন্দরী—৩৲

=সঞ্জীবচন্দ্র গ্রন্থমালা=

১। মাধবীলতা (উপন্যাস) ২৲ ২। কণ্ঠমালা (উপন্যাস) ২৲

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
স্বর্ণলতা—২৲

ত্রৈলোক্যনাথের
কঙ্কাবতী—২৲

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

=হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা=

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন

নীল-সাগরের সুদূর পারে আছে আমেরিকার বিরাট হিমালয় এবং তারই কোলে লুকিয়ে আছে সূর্য্যনগরীর গুপ্ত রহস্য।

সেখানে বনে বনে রাজত্ব করে মানুষ-খেকো বাঘ, বিরাটকায় অজগর আর র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ। ঘোড়া ছুটিয়ে পাহারা দেয় মাথায় পালক-পরা বন্য লাল মানুষের দল,…পূজো করে তারা অদ্ভুত সব দেবতাকে, নরবলি দেয়—হয়ত এখনো মানুষের মাংস খায়। বিপদের সেই বেড়াজালের মধ্যে আছে না জানি কত বৈচিত্র্যের রোমাঞ্চ, কত ঘটনার পর ঘটনার বিভীষিকা। পড়তে পড়তে গা শিউরে উঠবে। অবাক বিস্ময়ে শুধু ভাবতে হবে পৃথিবীর বুকে এখনো লুকিয়ে আছে কতো অজানা রহস্য !

দাম—১।০

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=

অমানুষিক মানুষ

একখানি ভয়াবহ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই। যা পড়ে তোমরা হাসবে, কাঁদবে আবার ভয়ে শিউরে উঠবে। বিচিত্র ছবি… দাম—১।০

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=

আধুনিক রবিনহুড

বিভিন্ন দেশের ডাকাতদের রোমাঞ্চকর কাহিনী। দাম ১৲ টাকা

=খগেন্দ্রনাথ মিত্র=

তাতারের বন্দী

একখানি সেই শ্রেণীর বই, যা হাতে পেলে এক নিঃশ্বাসে শেষ না করে পারা যায় না। ঘটনাগুলি যেমনি ভয়াবহ, তেমনি অদ্ভুত। দাম—১।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

আলো দিয়ে গেল যারা

ইতিহাসের সমুদ্র মন্থন করিয়া

বিখ্যাত কথাশিল্পী তাঁহার সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে দশটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন

উপন্যাসের মতই মনোহর !

● উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে চক্‌চকে ছাপা, অজস্র এক-রঙা ও বহু-রঙা ছবি, ঝক্‌ঝকে বাঁধাই—রাজসংস্করণ—মূল্য ২৲ টাকা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

= টার্জান সিরিজ =

বনমানুষীর স্নেহে লালিত মানবসন্তান **টার্জান** ও সভ্যসমাজের শিক্ষিতা ইংরেজ-কুমারী বার্থার কাহিনী…… **হিংস্র টার্জান**—যার চীৎকারে বনের সিংহ-ব্যাঘ্রও আঁৎকে ওঠে,—সেই টার্জানের রোমাঞ্চকর কাহিনী—টার্জান আবার মানুষ হ'লো…কী…ভাবে হ'লো……কে তাকে মানুষ করলো… অরণ্যের বিভীষিকা,…বন্য হিংস্র মানব-সন্তানের জিঘাংসা…মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ……রোমহর্ষণ কাহিনী…সব মিলিয়ে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা… ?

টার্জান দি এপম্যান—	১।০
অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব টার্জান—	১৲
টার্জান এণ্ড হিজ মেট্—	১৲
টার্জান এণ্ড দি ট্রেইটর—	১।০
টার্জান ইন দি জাঙ্গল—	১।০
টার্জান দি গ্রেট—	১।০

=সুনির্ম্মল বসু=

মরণের ডাক

ভীষণ চীনা দস্যু…যার হাতে পড়ে কত নিরীহ প্রাণীর এসেছে মরণের ডাক…কিন্তু বাঙ্গালী বীরের কাছে তাকেও একদিন হার মানতে হয়েছিল। সে এক চমকপ্রদ কাহিনী…

দাম—১।০

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=

দেড়-শো খোকার কাণ্ড

ঠিক তোমাদেরই মত দেড়-শো খোকা মিলে কলকতা মহানগরীর বুকে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়াবহ।

পড়তে-পড়তে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে। সুন্দর সুন্দর ছবি… ১৲

রহস্যের মায়াজাল

রহস্যের মায়াজালে অমল আর বাহাদুরের বাহাদুরীর কথা পড়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হবে। প্রতি পদে বিপদ—ভয়—বিস্ময় ও উত্তেজনা।

দাম ১৲ টাকা

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

=সুবোধচন্দ্র মজুমদার=

বোম্বেটে দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কাকোয়া দ্বীপ—যেখানে গেলে কাউকেই আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না; সেখানকার বোম্বেটেদের হাতে বন্দী রমেশবাবুকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছে তপন, রজত ও বিনয়…তারপর? এই দুঃসাহসিক অভিযানের পরিণাম?…দাম ১৲ টাকা

=যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়=

কম্যাণ্ডার কবুতর

কবুতর আবার কম্যাণ্ডার? শুধু তাই নয়, গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মান পক্ষীয় কম্যাণ্ডার!

তারই অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী। সুন্দর সুন্দর ছবি… দাম ১৷৹ টাকা

বীরেন দাশের লেখা ও ছায়াচিত্রে অভিনীত

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার পলাশী-প্রাঙ্গণে বিশ্বাস-ঘাতকদের চক্রান্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা ইংরাজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদানত হলো।……সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পাতা জুড়ে এই জীবন-মহা-নাটকের সূচনা।

প্রায় ২০০ পাতার বই

দাম—২৲

=শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য=

সমুদ্রের রহস্য

সমুদ্র-রাজ্যের নানা বিচিত্র খবর। কত রকম জীব …কত অদ্ভুত তার ইতিহাস…অসংখ্য ছবি।

দাম—১৷৹

হানাবাড়ী

দাম—১৷৹

=সুবোধচন্দ্র মজুমদার=

হিমালয়ের বুকে

হিমালয়ের চিররহস্য ভেদ করতে এগিয়ে চলেছে চারটি প্রাণী…তাঁদের সে রোমাঞ্চকর অভিযান সত্যই অতুলনীয়। ছবি, ছাপা চমৎকার…

দাম—১৲

নরখাদক

দাম—১৲

Digitization by American Academy of Indic Studies: AAIS(USA)

= স্ত্রীভূমিকা-বর্জ্জিত শিশু-নাটক =

বুড়িবালামের তীরে (সুধীন রাহা) ১৲
কেদার রায় (দীপনারায়ণ মুখোঃ) ৷৷৶৹
বন্দীবীর (সুনির্ম্মল বসু) ৷৷৶৹
গুরুদক্ষিণা (প্রভাসচন্দ্র ঘোষ) ৷৷৹

সিপাহী বিদ্রোহ (বঙ্কিম ঘোষ) ১৲
জাগোরে ধীরে (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য) ৷৷৶৹
যুগাবতার রামকৃষ্ণ (ঐ) ৷৷৹
বাংলার বিবেক (ঐ) ৷৷৶৹

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বাধীনতা জাগলো ৷৷৹ কুশধ্বজ ৷৷৹ বিদ্রোহী ৷৷৹

উৎসব (গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়) ৷৷৶৹
মুক্তিপথে (ঐ) ৷৷৹

বীর মোহনলাল (সুধীন রাহা) ৷৷৶৹
বীর শিবাজী (ঐ) ৷৷৶৹

কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত

চন্দ্রগুপ্ত ৷৷৹ কর্ণার্জ্জুন ৷৷৶৹ বিজয় সিংহ ৷৷৶৹

বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

সিরাজের স্বপ্ন ৷৷৶৹ প্রতাপ সিংহ ৷৷৶৹

= পুরুষভূমিকা-বর্জ্জিত =

= মেয়েদের নাটক =

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ঝান্সীর রাণী ৷৷৶৹ মাটির ঘর ৷৷৶৹

স্বপন বুড়ো প্রণীত

বাণী—৷৷৶৹ শিশুনাটিকা—৷৷৶৹ (ছেলেমেয়েদের জন্য)

ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা

অসংখ্য চিত্র-সংবলিত…দাম—৩৲

শুকতারা

শিশু-মাসিক

প্রতি সংখ্যা—।৵৹ বার্ষিক মূল্য—৪৲

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

পূজোর উপহার

অনেক দিনের অনেক কথা

দাম ২৲টাকা

• দেব সাহিত্য কুটীর • কলিকাতা-৯ •

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

অনেক দিনের অনেক কথা—২৲

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, সূর্য্য কিন্তু পুরাণো হয় না···
তেমনি সাহিত্যে যা সুন্দর তা কোনদিনই পুরাণো হয় না
সেই কথা স্মরণ করে, কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ অনুরোধে

ছোটদের মাধুকরী

নব-সংস্করণে প্রকাশ করেছি

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের প্রত্যেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের এমন সব রচনা এতে আছে, যা আজকের দিনের কিশোর-কিশোরীদের কাছে অমূল্য সম্পদ্। দাম—৩৲ টাকা।

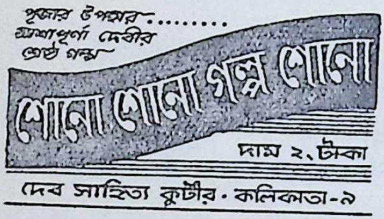

রাধারাণী দেবীর

গল্পের আলপনা

দাম ২৲ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯

=পূজা-বার্ষিকী=

১। ছোটদের চয়নিকা—৩৲ ২। ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন—৪৲
৩। ঝলমল ৩৲ ৪। আজব বই ৩৲ ৫। শিশু-গল্পিকা ৩৲৬। সোনার কাঠি ৩৲
৭। যাদুঘর ৩৲ ৮। চিত্রদীপ ৪৲ ৯। মায়ামুকুর ৩৲ ১০। সোণালী ফসল ৩৲
১১। মধুমেলা—৪৲ ১২। রূপরেখা—৩৲ ১৩। বর্ষ-মঙ্গল—৩৲
১৪। আলপনা—৪৲ ১৫। রাঙ্গারাখী—৩৲ ১৬। নবারুণ—৪৲
১৭। অঞ্জলি—৩৲ ১৮। আবাহন—৩৲ ১৯। উদয়ন ৩৲
২০। অভিষেক—৪৲ ২১। পরশমণি—৪৲ ২২। বসুধারা—৪৲
২৩। ইন্দ্রধনু—৪৲ ২৪। দেবালয়—৪৲ ২৫। জয়যাত্রা—৪৲
শোনো শোনো গল্প শোনো—২৲

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ

সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

১। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাকথা ১॥০
২। বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী ১৲
৩। বিজ্ঞানের মায়াজাল ১৲

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত

৪। বিশ্বের বিস্ময় ১৲

চন্দ্রকান্ত দত্ত-সরস্বতী প্রণীত

৫। দুনিয়ার আজব ১৲

প্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত

৬। বিজ্ঞানের যুগান্তর ১৲
৭। বিজ্ঞান-জগৎ ১৲

খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

৮। অতীতের পৃথিবী ১॥০

অরুণচন্দ্র দেব প্রণীত

৯। জ্ঞানের আলো ১৲

সুষমা সেন প্রণীত

১০। জ্ঞানের সন্ধানে ১।০

=বিশ্বপ্রতিভা সিরিজ=

চন্দ্রকান্ত দত্ত-সরস্বতী প্রণীত

১। ঋষি অরবিন্দ ১৲

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

২। রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল ১৲
৩। যাদুকর মার্কনী ১৲
৪। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস্ ১৲
৫। এব্রাহাম লিন্‌কলন্ ১৲

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৬। সত্যাশ্রয়ী বাপুজী ২৲
৭। বলদর্পী হিট্‌লার ১৲
৮। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১॥০
৯। মহাপুরুষ আশুতোষ ১৲
১০। মহামনীষী জর্জ্জ বার্ণাড্ শ ১৲

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১১। ছোটদের হজরত ১৲
১২। কায়েদে আজম জিন্নাহ ১॥০

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৩। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১॥০

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৪। দানবীর কার্ণেগী ১৲
১৫। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৬। ভগবানের চাবুক ১৲
১৭। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ১৲

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৮। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট ১৲

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১৯। বিপ্লবী স্টালিন ১৲

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

২০। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ১৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

২১। জনসেবক লেনিন ১॥০

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

২২। লৌহমানব প্যাটেল ১॥০

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

২৩। জনসেবক বিধানচন্দ্র ১॥০

Digitization by American Academy of Indic Studies (AAIS) (USA)

[প্রত্যেকখানির মূল্য ১৷৹ টাকা]

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট

এক হতভাগ্য অনাথ বালক ক্ষুধা ও চোখের জল সম্বল করে নির্ম্মম অত্যাচারের মধ্যেও বড় হয়ে ওঠে।

দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ডাঃ জেকিল এণ্ড মিষ্টার হাইড্

মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেরি মাঝে সুরাসুর, এই সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য রবার্ট লুই স্টিভেনসনের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা অনূদিত

এ টেল অব্ ট্যু সিটিজ্

ফরাসী-বিপ্লবের বীভৎস নৃশংসতার নির্ম্মম অভিযানের মধ্যেও কত চোখের জল ও কত গোপন আত্মদান!

খগেন্দ্রনাথ মিত্র অনূদিত

ব্ল্যাক অ্যারো

প্রতিহিংসার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে "ব্ল্যাক্ অ্যারো" বা "কালো তীর" তার নির্দ্দিষ্ট শিকারকে লক্ষ্য করে মৃত্যু বিলিয়ে চলে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত

ক্যুয়ো ভাদিস্

নিরো! যার নামে শয়তান পর্য্যন্ত ভয়ে কেঁপে ওঠে···সেই নিরোর পৈশাচিক অত্যাচারের নির্ম্মম কাহিনী।

হেমেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত

কাউণ্ট অব্ মণ্টি-ক্রিষ্টো

বিশ্বাসঘাতক বন্ধু ও শত্রুর চক্রান্তে অন্ধকূপে বন্দী হলেও ভাগ্য ছিল যার সুপ্রসন্ন, উন্মুক্ত জগতের বুকে সে একদিন অভিনব কাউণ্ট হয়ে ফিরে এলো!

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

গোপন রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধানে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে, পদে পদে কত বাধা ও বিপদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম!

বিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত

অ্যাড্ভেঞ্চার অব্ মার্কোপোলো

দেশ-ভ্রমণের উন্মাদ নেশায় কিশোর বালক মার্কোপোলো শত বাধা-বিঘ্ন ও কারাবাসের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন,—তাঁরই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

—এ ছাড়া—

সামসান ও ডালিলা
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স
কিং সলোমনস্ মাইনস্
লাষ্ট ডেজ্ অফ্ পম্পাই
দি লাইট্ হাউস্
আঙ্কল টমস্ কেবিন
লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স
ফ্রাঙ্কেনষ্টিন
বেন্ হুর
ক্রাইম এণ্ড পানিশ্মেণ্ট
টয়লার্স অব দি সী

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

মধুযামিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

উপন্যাস

=বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু=

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—৩৲

=বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়=
দম্পতি—৩৲

=অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত=
ছিনিমিনি—৩৲

=প্রভাবতী দেবী সরস্বতী=

আমি যারে চাই—৩৲ সোনার প্রতিমা—৩৲ পথের শেষে—৩৲
দানের মর্য্যাদা—৩৲

=নারায়ণ ভট্টাচার্য্য=
অভিমান—৩৲

=চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়=
রূপের ফাঁদ—৩৲

=শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়=

মধুযামিনী—৩৲

=অনুরূপা দেবী=
স্ত্রী—৩৲

=মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়=
জানি তুমি আসবে—৩৲

প্রত্যেকখানির দাম—২৲ টাকা

=শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়=

মাধবী রাতে   পতি-দেবতা   প্রিয়তমা
পতিব্রতা   বিবাহ-বন্ধন   তুমি আর আমি
হে মোর মানসী   এলো নতুন দিন

=অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত=
নেপথ্য

=প্রেমেন্দ্র মিত্র=
মিছিল

=ফণীন্দ্র পাল=
বন্ধুর বৌ

=আশালতা সিংহ=
বিয়ের পরে

=রবীন্দ্রনাথ মৈত্র=
মায়াজাল

=প্রভাস ঘোষ=
হীরের আংটী

=প্রভাবতী দেবী সরস্বতী=

বাংলার বউ   বন্ধু-স্মৃতি   স্নেহের মূল্য
মহীয়সী নারী   মুক্তিস্নান   সহধর্ম্মিণী
প্রিয়ার রূপ

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

=প্রবোধকুমার সান্যাল=
সরল রেখা প্রমীলার সংসার

=করবী দেবী=
মধুমিলন সুখের বাসর

=শৈলবালা ঘোষজায়া=
শুভপরিণয় সই

=মাণিক ভট্টাচার্য্য=
অমর প্রেম স্বয়ম্বরা

=প্রমথ চট্টোপাধ্যায়=
মিলন-শঙ্খ

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=
পথের মেয়ে

=প্রেমাঙ্কুর আতর্থী=
কল্পনা দেবী

=সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়=
জীবন-সঙ্গিনী মনের মিল প্রেয়সী
এই তো জীবন জীবন-সাথী

=পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়=
মন নিয়ে খেলা
নারীর স্বর্গ

=মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়=
নতুন বউ

=বুদ্ধদেব বসু=
মনের মত মেয়ে তুমি কী সুন্দর ক্ষণিকের বন্ধু

=সত্য মজুমদার=
বৌদিদি

=সত্য চক্রবর্ত্তী=
প্রেমের হাট

=তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়=
মালাবদল

=নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য=
বিয়েবাড়ী কালো মেয়ে যুগল-মিলন
স্বামীর ঘর গরীবের মেয়ে গিনির মালা

=নলিনাক্ষ ঘোষ=
পল্লী সতী

=নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়=
বর-কনে

=ব্যোমকেশ বন্দ্যোঃ=
হে মাধবী দ্বিধা কেন

=বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত=
বড় ঘরের মেয়ে

=হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ=
শ্রীমতী রক্তের সম্বন্ধ

=সুরেন্দ্রনাথ রায়=
পূজার ফুল

যুবক-যুবতীদের জন্য ডিটেক্‌টিভ্‌ গ্রন্থমালা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত

১। গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন—২৲
২। বাঘরাজের অভিযান—২৲
৩। নিশাচরী বিভীষিকা—২৲
৪। চতুর্ভুজের স্বাক্ষর—২৲

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

स्कैन्ड / Scanned

Digitization by American Academy of Indic Studies. AAIS(USA)

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ-মালা

শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

১। আনন্দমঠ

২। দেবী চৌধুরাণী
৩। কপালকুণ্ডলা
৪। বিষবৃক্ষ
৫। চন্দ্রশেখর
৬। দুর্গেশনন্দিনী
৭। কৃষ্ণকান্তের উইল
৮। রজনী
৯। রাজসিংহ
১০। সীতারাম
১১। রাধারাণী ও ইন্দিরা
১২। যুগলাঙ্গুরীয়
১৩। মৃণালিনী
১৪। কমলাকান্তের দপ্তর

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী উপন্যাস হইতে লিখিত
রাজমোহনের বউ ২৲

=রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থমালা=

১। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ১৲
২। রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ১৲
৩। বঙ্গবিজেতা ১৲
৪। মাধবী কঙ্কণ ১৲
৫। সংসার ২৲
৬। সমাজ ২৲

=দামোদর গ্রন্থমালা=

১। মৃণ্ময়ী ১৲
২। তিলোত্তমা ১৲
৩। নবাব-নন্দিনী ১৲
৪। মা ও মেয়ে ১৲